ফুলকপি উৎপাদন কৌশল

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

আমাদের দেশে বলতে গেলে সারাবছরই বিভিন্ন ধরণের শাক সবজির চাষ হয়। ফুল কপি শীতকালিন সবজি। ফুল কপি হচ্ছে একটি সুস্বাদু ও জনপ্রিয় সবজি। আমাদের দেশের অনেক অঞ্চলে এখন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফুল কপি চাষ ও বাজারজাত করা হচ্ছে। ফুল কপিতে ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম ও জিংক আছে।

ফুলকপি

ফুলকপি উৎপাদন কৌশল

মৌসুম: ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য অক্টোবর) মাস বীজ বপন এবং কার্তিক মাস থেকে অগ্রহায়ণ মাস (মধ্য নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর) জমিতে চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।
মাটির প্রকৃতি: আগাম ফসলের জন্য দো-আঁশ ও নাবি (দেরিতে) ফসলের জন্য এঁটেল দো-আঁশ মাটি উপযোগী। এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে জৈব সার প্রয়োগ করে ভালো ফসল জন্মানো সম্ভব।

জাতসমূহ:

মৌসুম	জাতের নাম
আগাম	কার্তিকা, পাটনাই, ট্রপিক্যাল-৫৫
মধ্য মৌসুম	অঘ্রানী, পৌষালী, স্নোবল, রূপা (বারিফুলকপি-১)
নাবি (দেরিতে)	হোয়াইট মাউন্টেইন, মাঘী, রাক্ষুসী

জমি তৈরি

১. মাটিতে জোঁ অর্থাৎ রস আসার সাথে সাথে ৫-৬ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।
২. শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োজনীয় সার সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
৩. ভালোভাবে জমি তৈরি করার পর ১০-১৫ সে.মি. উঁচু ও ১ মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে।
৪. পাশাপাশি ২টি বেডের মাঝখানে ৩০ সে.মি. চওড়া নালা রাখতে হবে।

বীজ বপন ও চারা রোপণ পদ্ধতি

১. চারা তৈরির জন্য ৩ মি. ঢ ১মি. আকারের বীজতলা তৈরি করতে হবে।
২. বীজতলায় জন্মানো ফুল কপি চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে তা মূল জমিতে রোপণ করতে হবে।
৩. সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সে.মি. ও সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সে. মি. রাখতে হবে।
৪. চারা রোপণের পর জমিতে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ফুলকপির চারা গাছ

ফুলকপি ক্ষেত

সার প্রয়োগ

নিম্নে **ফুলকপি** চাষে হেক্টরপ্রতি সার প্রয়োগের পরিমান ও পদ্ধতি দেয়া হলো:

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	চারা রোপণের পূর্বে মাদায় প্রয়োগ	চারা রোপণের ১৫ দিন পর মাদায় উপরি প্রয়োগ	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর মাদায় উপরি প্রয়োগ
গোবর	১৫-২০ টন	অর্ধেক	অর্ধেক	-	-
ইউরিয়া	২৫০-৩০০ কেজি	-	-	অর্ধেক	অর্ধেক
টিএসপি	১৫০-২০০ কেজি	সব	-	-	-
এমওপি	২০০-২৫০ কেজি	অর্ধেক	-	এক চতুর্থাংশ	এক চতুর্থাংশ

সেচ ও নিষ্কাশন

১. মাটিতে প্রয়োজনীয় রস থাকলে সেচের প্রয়োজন নেই। তবে রসের অভাব হলে সেচ দিতে হবে।

২. প্রয়োজনে ২/৩ টি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. বীজ পাকার সময় প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।

Customized by Md. Nurul Alam Siddique, Octber 2013
Last Modified: July, 2014
Source: BARI Handbook,2011; IRRI Vegetable Production Training Manual, 2009 ;
www.infokosh.gov.bd

ফুলকপি উৎপাদন কৌশল

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা

রোগ/পোকামাকড়ের নাম ও লক্ষণ/ক্ষতির ধরন	প্রতিকার	বালাইনাশকের উৎস
রোগের নাম- দাগ রোগ বা স্পট লক্ষণ- পাতায় বাদামী রংয়ের চক্রাকার দাগ পড়ে। দাগগুলো অসম আকারের হয়ে থাকে। দাগ অনেকটা চাক চাক আকারে পর পর সাজানো কতগুলো বলয়ের মতো দেখা যায়। অধিক আক্রান্ড় পাতা শুকিয়ে যায়।ফলে অসংখ্য ছোট ছোট কালচে দাগ দেখা যায়। আক্রান্ড় ফসলের বীজ পরিপুষ্ট না হয়ে চিটা হয় এবং ফলন কমে যায়।	• সুসম সার ও নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা করা। • উপযুক্ত শস্য পর্যায় অবলম্বন করা। • সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করা। • অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম রোভরাল মিশিয়ে গাছে ১০-১২ দিন অন্ড়র স্প্রে করা।	
পোকার নাম- সরু্ই পোকা বা ডায়মন্ড ব-াক মথ ক্ষতির ধরন- এ পোকা ফুলকপির কচি পাতা ডগা ও কপি খেয়ে নষ্ট করে। পাতার উপরের ত্বক বা সবুজ অংশ খাওয়ার ফলে সেসব অংশ ঝাঝরা হয়ে যায়। কপি গাছের বর্ধনশীল অংশে এ পোকার আক্রমন বেশী পরিলক্ষিত হয়।আক্রান্ড় কপি খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে যায়। এদের ব্যপক আক্রমনে ফুলকপির উৎপাদন ব্যপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।	ফসল সংগ্রহের পর ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলা এবং পরে জমি ভালো করে চাষ করা। আক্রান্ড় পাতার পোকা ২-৩ বার হাতে ধরে মেরে ফেললে এ ই পোকা অনেকাংশে দমন করা সম্ভবপর হয়। পিপড়া এবং মাকড়সা এ পোকার কীড়া খায়। বহু রকমের বোলতা যেমন- ট্রাইকোগ্রামা, কোটেশিয়া ইত্যাদি এই পোকার ডিম ও কীড়াকে ধংস করে ফেলে। তাই এদের সংরক্ষন করা উচিত।	
পোকার নাম- জাব পোকা ক্ষতির ধরন- পূণবয়স্ক ও নিম্ফ উভয়েই পাতা, কচি কান্ড, ফুল ও ফলের কুঁড়ি, বোঁটা এবং ফলের কচি অংশের রস চুষে খায়। ফলে গাছ প্রথমে দুর্বল ও পরে হলুদ হয়ে যায়।গাছে ফুল ও ফল অবস্থায় আক্রমণ হলে ফুলের কুঁড়ি ও কচি ফল ঝরে পড়ে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কচি ডগা মরে যায়।	১. আক্রান্ড় পাতা, ডগা, ফুল পোকাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা। ২. একতারা ২৫ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে ২.৫গ্রাম একতারা প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাব গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। ৩. পে- নাম ৫০ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১গ্রাম হারে পে- নাম মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।	সিনজেনটা
	টিডো ২০ এস.এল-১০০-১০৫ এম এল / একর জমিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	এ সি আই
পোকার নাম- কাটুই পোকা ক্ষতির ধরন- দিনের বেলা কাটুই পোকার কীড়া মাটির ঢেলায় ও আবর্জনার মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে। পোকা রাতের বেলা বের হয়ে ফুলকপির চারা গাছ কেটে ফেলে।	বিষটোপ হিসাবে প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম সেভিন /কার্বারিল ৮৫ ডবি- উ পি ৪০০গ্রাম গম বা ধানের কুড়া ও পরিমান মতো পানির সাথে মিশিয়ে এমন একটি বিষটোপ তৈরী করতে হবে যা হাত দিয়ে ছিটানো যায়। এ বিষটোপ সন্ধ্যাবেলা আক্রান্ড় ক্ষেতে চারাগাছের গোড়ায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করলে কাটুই পোকার কীড়া দমন সহজ হয়।	

ফুলকপি উৎপাদন কৌশল

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

চাষের সময় পরিচর্যা

১. জমিতে আগাছা থাকলে পোকামাকড়, রোগ জীবাণু ও ইঁদুরের আক্রমণ বেশি হয়। তাই সময়মতো নিড়ানির সাহায্যে আগাছা তুলে ফেলতে হবে।
২. মাটির ঢেলা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং মাটি ঝরঝরে রাখতে হবে।
৩. ফুল কপির ফুলের রঙ ধবধবে সাদা রাখার জন্য কচি অবস্থায় চারিদিকের পাতা বেঁধে ফুল ঢেকে দিতে হবে। সূর্যের আলোয় ফুলের রঙ হলদে ভাব হয়ে যায়।

ফসল সংগ্রহ: পরিণত ফুল কপি সংগ্রহ করে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।

উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ: সঠিকভাবে চাষ করলে বিঘাপ্রতি প্রায় ২৫০০-৩০০০টি ফুল কপি ও হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন ফুল কপি উৎপাদন করা সম্ভব।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

ফুলকপির ক্ষেত্রে শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ ফল বা পড হলুদ অথবা বাদামী রঙ হলে বীজ সংগ্রহের জন্য ফসল কেটে নিতে হবে। পরিপক্ক ফলসহ গাছ সংগ্রহ করে ছায়াযুক্ত স্থানে গাদা করে রাখতে হবে। ২-৩ দিন পর ফলসহ ডাঁটাগুলো উপর নিচ করে আরো ৩-৪ দিন গাদা করে রাখতে হবে। তারপর ফসল ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে হালকাভাবে মাড়াই করে কুলা দিয়ে ঝেড়ে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। জোগাড় করা বীজ ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে বায়ুরোধী পলিথিন ব্যাগে সিল করে টিন বা প্লাস্টিকের পাত্রে ভরে শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

আরো বিস্তারিত জানতে কল করুন ০১৭৪৬৭৭৪২৮১ নম্বরে
ভিজিট করুন www.ekrishok.com ওয়েবসাইটে

এস এম এস এর মাধ্যমে কৃষি সমস্যার সমাধান পেতে SUB লিখে পাঠিয়ে দিন ১৬২৫০ নম্বরে
ভিজিট করুন www.ekrishok.com ওয়েবসাইটে